রেল বার্তা

পূর্ব রেলের আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল সেকশন ঘুরে দেখলেন জেনারেল ম্যানেজার

স্টাফ রিপোর্টার : পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হরিন্দ্র রাও বৃহস্পতিবার আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল সেকশন ঘুরে দেখলেন। তাঁর বাৎসরিক ইন্সপেকশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই সফর। রাও এই সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনে নেমে খুঁটিয়ে বিভিন্ন বিষয় দেখেন। এছাড়া ব্রিজ, লেভেল ক্রসিংগুলিকেও তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল শাখার বিভিন্ন স্টেশনে রাও যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তাদের অভাব-অভিযোগ ও পরামর্শগুলি শোনার পর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। এই সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম মনু গোয়েল সদর দফতরের সব বিভাগের প্রিন্সিপাল প্রধানরা এবং হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন ব্রাঞ্চ অফিসাররা।

আজিমগঞ্জ স্টেশনে রাও বেশ কিছুক্ষণ কাটান। সেখানে তিনি ওয়েটিং হল, টিকিট কাউন্টার, পানীয় জলের সুযোগসুবিধা, আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি খুঁটিয়ে দেখেন। স্থানীয় সাংসদ মহম্মদ বদরুদোজা খানের সঙ্গে আজিমগঞ্জ স্টেশনে তাঁর বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। মাননীয় সাংসদ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে আজিমগঞ্জ স্টেশনে ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার খোলার দাবি জানান। এর উত্তরে রাও আশ্বাস দিয়ে বলেন, আজিমগঞ্জ স্টেশনে অদূর ভবিষ্যতে যাত্রীদের টিকিট কাটার সুবিধার জন্য আরও বেশ সংখ্যায় এটিভিএম বসানো হবে। যাত্রীদের অন্যান্য অভাব-অভিযোগগুলিও খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। এই সফরে রাও আজিমগঞ্জ স্টেশনে একটি মডেল ক্রু রেস্ট রুমের উদ্বোধন করেন। এছাড়া রেল কলোনি এবং স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে বেশকিছু চারাগাছ বসান। আজিমগঞ্জ ও কাটোয়ার মধ্যে ঝটিকা সফরে তিনি রেল ট্র্যাকগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখেন। এছাড়া যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি নিয়েও আলোচনা করেন। নিয়াগ্রাম ও টেনিয়া স্টেশনের মধ্যে একটি সেতু ঘুরে দেখেন জেনারেল ম্যানেজার। সালার ও দাইহাটে তিনি ট্রেন থেকে নেমে চলে যান লেভেল ক্রসিং গেটের কাছে। সেখানে লেভেল ক্রসিং গেটগুলিও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। গেটের রক্ষী ও রেললাইন সারানোর কাজে কর্তব্যরত কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন রাও।

এই সফরে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার কাটোয়া ছাড়াও পূর্বস্থলী এবং নবদ্বীপধাম স্টেশনে নেমেও নানা জিনিস খুঁটিয়ে দেখেন। এই দুই স্টেশনের কর্মরত স্টাফদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাত্রীদের সুরক্ষা নিয়ে কোনওরকম আপস না করার নির্দেশ দেন তিনি। যাত্রীদের যাত্রা যাতে আরও বেশি সুরক্ষিত হয়, সেদিকটি খতিয়ে দেখারও আশ্বাস দেন। এই দুই স্টেশনের সমস্ত কর্মী বিশেষ করে ফিল্ড অফিসার ও স্টাফদের ট্রেন চলাচলের সুরক্ষা ব্যবস্থা কঠোরভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে হরিন্দ্র রাও বলেন, কোনও পরিস্থিতিতেই যেন 'শর্টকাট' মেথড অনুসরণ করা না হয়।

শিখ দাঙ্গায় বন্ধ হয়ে যাওয়া ১৮৬টি মামলার পুনর্তদন্তে সিট গঠনের নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ১৯৮৪ সালে শিখবিরোধী দাঙ্গায় কমপক্ষে ২৪১টি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কোনওরকম তদন্ত না করে ক্লোজ করে দেওয়া হয় এর মধ্যে ১৮৬টি মামলা। সেই ১৮৬টি মামলার পুনর্তদন্তের জন্য তিন সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গড়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লির শিখ গুরদ্বার ম্যানেজমেন্ট কমিটির অন্যতম সদস্য এস গুরলাড সিং কালন প্রথম এ সংক্রান্ত আবেদন করেন শীর্ষ আদালতে। তিনি আদালতের কাছে আবেদন করেন, দ্রুত বিচার করে শাস্তি দেওয়া হোক অপরাধীদের। মূলত কালনের আবেদনের ভিত্তিতেই সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর দুই শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির দেহ। একথা ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় দেশজুড়ে শিখবিরোধী দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাজ্যে মোট ৩,৩২৫ জনের মৃত্যু হয়। শুধু দিল্লিতেই মারা যান ২,৭৩৩ জন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িক ঘৃণার কারণে এতবড় দাঙ্গা আর হয়নি। কিন্তু ২০১১ সালে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লু) তাদের ওয়ার্ল্ড রিপোর্টে দাবি করে, ১৯৮৪ সালে তাঁর দেহরক্ষীরা ইন্দিরা গান্ধিকে হত্যা করার জন্য যে শিখবিরোধী দাঙ্গা হয় এবং যে দাঙ্গা গণহত্যায় পর্যবসিত হয়, তার বহু মামলারই এখনও পর্যন্ত আদালতে বিচার হয়নি। রিপোর্টে আরও বলা হয়, তৎকালীন স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) তদন্ত না করেই এ সংক্রান্ত মামলাগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। অভিযোগ, তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের উদ্যোগেই সিট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি শীর্ষ আদালতে ওঠে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ এই ১৮৬টি মামলার পুনর্তদন্তের জন্য নতুন করে বিশেষ তদন্তকারী দল গড়ার নির্দেশ দিয়েছে। তারা কেন্দ্রের কাছে এই নির্দেশ দেওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সিটের সদস্যদের নাম জানানোর কথাও বলেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের মতে, এই নতুন তদন্তকারী দলে থাকবেন হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, একজন পুলিশ অফিসার (অবসরের সময় তাঁর পদমর্যাদা কোনওমতেই ডিআইজি র‍্যাঙ্কের নিচে থাকা চলবে না) এবং বর্তমানে কর্মরত একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র এবং বিচারপতি এ এম খানউইলকর ও বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে নিয়ে তৈরি বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত দুই বিচারক জে এম পাঞ্চাল এবং কে এস পি রাধাকৃষ্ণনকে নিয়ে একটি সুপারভাইজরি বডিও তৈরি করেছে। এই সুপারভাইজরি বডি শীর্ষ আদালতকে জানাবে, ১৮৬টি মামলার ফের তদন্ত শুরু হয়েছে।

শীর্ষ আদালত তাদের নির্দেশে আরও বলেছে, একটি সুরক্ষিত চামড়ার বাক্সে যেভাবে হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছিল বেঞ্চের সামনে, এখন সেভাবেই মামলাগুলি পুনর্তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে।

মৃত্যুর পর হাসপাতাল পরিবারকে ধরাল ১৮ লক্ষ টাকার বিল

ফরিদাবাদ, ১১ জানুয়ারি : সন্তানসম্ভবা এক মহিলার প্রবল জ্বরে মৃত্যু হয় সোমবার ফরিদাবাদের হাসপাতালে। পরিবারের কষ্ট লাঘব করার পরিবর্তে আরও বাড়িয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত ওই মহিলার ২২ দিনের চিকিৎসা বাবদ পরিবারের হাতে ধরিয়ে দেয় ১৮ লক্ষ টাকার বিল। প্রসঙ্গত, সারা দেশেই বিভিন্ন হাসপাতালের আচরণ নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। কার্যত তাদের আচরণ স্ক্যানারের নিচে রেখে বিচার করা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন শহরে একসময় চিকিৎসা ব্যবস্থা বিদেশের তুলনায় অনেক ভাল ও সুলভ বলে দাবি করা হত।

কিন্তু ইদানিং যেভাবে হাসপাতালগুলি বিল বাড়াচ্ছে, তাতে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রেও ফরিদাবাদের হাসপাতালটির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মৃত মহিলার পরিবারের সদস্যরা। তারা তদন্তও দাবি করেছেন। পরিবারের তরফে জানা গেছে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে অপারেশনের আগেই তাঁরা ৩ লক্ষ টাকা জমা দেন। তখন বলা হয়েছিল, পুরো অর্থই জমা করা হল। কিন্তু তারপর থেকে দফায় দফায় তাদের কাছ থেকে ১০-১২ লক্ষ টাকা নানা কারণ দেখিয়ে আদায় করা হয়েছে। ওই মহিলার মৃত্যুর পর এখন বিপর্যস্ত পরিবারটির হাতে ধরানো হয়েছে ১৮ লক্ষ টাকার একটি বিল।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য যুক্তি দেখিয়েছে, মহিলার অপারেশন করা হয়। কিন্তু অন্ত্রে অপারেশনের পরও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। কারণ তাঁকে প্রায় মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। অন্যদিকে, পরিবারের তরফে বলা হয়েছে, ৩২ সপ্তাহের গর্ভবতী মহিলার ৮-১০দিন ধরে জ্বর চলছিল। প্রথমে টাইফয়েড মনে করে পারিবারিক চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। পরে জ্বর না কমায় তাঁকে ওই হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টাইফয়েড সন্দেহ করে চিকিৎসা শুরু করে। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে আইসিইউতে পাঠানো হয়। কিন্তু বিল বাড়তে থাকলেও বাঁচানো যায়নি মহিলাকে। এমনকি তার গর্ভস্থ সন্তানটিকেও বাঁচানো যায়নি। হাসপাতালের চেয়ারম্যান ডাঃ রমেশ চন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, তাঁরা মহিলাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর অপারেশনও করা হয়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি ওই মহিলাকে। পরিবারের লোকেরা এখন মানবাধিকার কমিশন ও মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছেন।

ম্যাঙ্গালুরু রানওয়েতে ট্রাক্টর, বিপদ এড়াল জেট এয়ারওয়েজের বিমান

ম্যাঙ্গালুরু, ১১ জানুয়ারি : বড়মাপের বিপর্যয় এড়াল জেট এয়ারওয়েজের বিমান। ম্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল এই বিপর্যয় এড়াতে সাহায্য করল। মুম্বইগামী বিমানটি ম্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নামার সময় সেখানে একটি ট্রাক্টর দাঁড়িয়েছিল। পিছনের জমির ঘাস কাটার জন্য আনা হয়েছিল ট্রাক্টরটি। মানুষবিহীন এটিসি-র নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা সতর্ক করে দেয় বিমানটিকে। ফলে বড়মাপের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যায় জেট এয়ারওয়েজের বিমানটি।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে হিন্দুমতে প্রার্থনা, কেন্দ্রকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : দেশে ১,১২৫টি, দেশের বাইরে ৩টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় রয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ১১ লক্ষ। বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রছাত্রীরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। অথচ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু ধর্ম অনুসারে প্রার্থনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় স্তোত্র পাঠ করতে হয়। হাতজোড় করে এবং চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা সংগীত গাইতে হয়, অন্যান্য ধর্মের ছেলেমেয়েদের কাছে যা প্রবল আপত্তিকর। এ নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কেন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু মতে প্রার্থনা হবে, তা জানতে চেয়ে নোটিস ধরাল। শীর্ষ আদালতের মতে, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলি কখনওই কোনও বিশেষ ধর্মের প্রচার চালাতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রোহিনটন নরিম্যানের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ জানায়, ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোনও বিশেষ ধর্মকে মানতে বাধ্য করা যায় না ছাত্রছাত্রীদের।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় নারায়ণমূর্তির জামাই

নয়াদিল্লি/লন্ডন, ১১ জানুয়ারি : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে'র 'টপ টিমে' জায়গা করে নিলেন ইনফোসিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এন আর নারায়ণমূর্তির জামাই ঋষি শৌনক। তিনি মূর্তির কন্যা অক্ষতাকে বিয়ে করেছেন। প্রসঙ্গত, গত সোমবার থেরেসা'র মন্ত্রিসভায় রদবদলের পরই স্ট্যানফোর্ড বিজনেস স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ঋষি শৌনককে মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসা হল। ২০০9 সালে শৌনক এই বিজনেস স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই বিজনেস স্কুলের তাঁর সহপাঠী ছিলেন নারায়ণমূর্তির কন্যা অক্ষতা। ৩৬ বছর বয়সি শৌনক এর আগে সাংসদ হিসেবে ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। মন্ত্রিসভার রদবদলের পর তাঁকে হাউজিং কমিউনিটিজ অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্টে নিয়ে আসা হল। এরপরই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে ট্যুইট করে বলেছেন, ফ্রেস ট্যালেন্টদের সরকারে আনায় হাউজিং, হেল্‌থ ও সোশ্যাল কেয়ারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি প্রণয়ন করা দ্রুত সম্ভব হবে। ২০১৫ সালে ঋষি শৌনক নর্থ ইয়র্কশায়ারের রিচমন্ড কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। উইনচেস্টার কলেজে ও পরে লিঙ্কন কলেজে পড়াশোনা করেন তিনি। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেন এমবিএ। কৃষ্ণা ও অনুষ্কা নামে তাঁদের দু'টি কন্যা রয়েছে।

জঙ্গিদের দলে নাম লেখানো যুবকদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে : মেহবুবা

জম্মু, ১১ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরে যেসব তরুণরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। মুফতি আরও বলেছেন, তাঁর সরকার স্থানীয় যুবকদের জঙ্গি গোষ্ঠী থেকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। আগামী মাসে জম্মু ও কাশ্মীরে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে হলে এবং পঞ্চায়েতগুলিকে শক্তিশালী করতে হলে বিপুল সংখ্যক ঘরছাড়া যুবককে ঘরে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন বলেও মনে করেন মুফতি।

প্রসঙ্গত, জৈশ-ই-মহম্মদ উপত্যকায় তৈরি করেছে 'আফজল গুরু স্কোয়াড'। উপত্যকায় বিভিন্ন বড় ধরনের জঙ্গি আক্রমণের দায়িত্ব এই স্কোয়াড সম্প্রতি নিচ্ছে। স্কোয়াড যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, তা শুধু সরকার নয়, উপত্যকার সব মানুষের কাছে চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় রাজ্যপালের জবাবি ভাষণের শেষে ধন্যবাদ দিতে উঠে মেহবুবা ঘরছাড়া যুবকদের ঘরে ফিরিয়ে আনার কথা বলেন।

ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা জম্মু ও কাশ্মীরে মৃত জঙ্গি বুরহান ওয়ানির জন্ম তাঁর সময়ে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার জবাব দিতে গিয়ে মেহবুবাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'আপনার সময়ে কত বুরহান ওয়ানির জন্ম হয়েছে, তা হিসেব করা যাবে না।' বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়েই মেহবুবা এদিন জঙ্গিদের ঘরে ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্ব দেন।

গরু চুরির অপরাধে দলিতদের মাথা মুড়িয়ে ঘোরাল হিন্দু যুব বাহিনী

বালিয়া, ১১ জানুয়ারি : দলিতদের উপর তথাকথিত হিন্দু সংগঠনগুলির অত্যাচার কমানোর জন্য বার বার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দাবি জানালেও তা যে কমেনি বালিয়ার ঘটনাই তার প্রমাণ। উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলার রসরা থানায় দুই দলিতকে গরু চুরির অপরাধে মাথা মুড়িয়ে গ্রামে ঘোরানো হল। এরপর প্রবীণ শ্রীবাস্তব নামে এক অভিযোগকারীর আবেদনের ভিত্তিতে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ভারতীয় দণ্ডবিধির দু'টি ধারায় তাদের বিরুদ্ধে গরু চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে।

এরপর পুলিশের কাছে এক অভিযোগে দলিত সম্প্রদায়ের সদস্য উমা রাম এই হিন্দু যুব বাহিনীর কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন, তাঁর এবং তাঁর ছেলে সোনুর মাথা কামিয়ে দেয় যুব বাহিনীর কয়েকজন সদস্য। তাদের গলায় টায়ার ও প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে গোটা গ্রাম ঘোরানো হয়।

বাসে মৃত ব্যক্তিকে পথের ধারে নামিয়ে দিল কন্ডাক্টর

চেন্নাই, ১১ জানুয়ারি : জাতীয় সড়কের ধারে ফুটপাতে পড়ে রয়েছে চাদর ঢাকা মৃতদেহটি। পাশে বসে আছেন তাঁর সঙ্গী। যদি কোনও অ্যাম্বুলেন্স দয়া করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেয়, সেই আশাতেই বসে থাকা। কারণ আর কোনও বাস তাদের নেবে বলে আশা করছেন না তিনি।

তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি শহরের কাছে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ইন্টারসিটি যাত্রী সঙ্গী সহ উঠেছিলেন এক ব্যক্তি। কিন্তু কৃষ্ণগিরি শহরের কাছে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত মানুষটিকে হাসপাতালে নিয়ে না গিয়ে নিজের দায় এড়াতে বাসের কন্ডাক্টর তাঁকে জাতীয় সড়কের ধারে ফুটপাতে নামিয়ে দিয়ে পালায়। ফলে বাস থেকে নেমে পড়তে বাধ্য হন মৃত ব্যক্তির সঙ্গীও। অনেকেই কৌতূহলবশত মৃতদেহটি দেখছিলেন। কিন্তু কেউই কোনও সমাধানের পথ দেখাতে পারেনি। ফলে মৃত সঙ্গীকে নিয়ে পথের ধারে বসেছিলেন তিনি। যদি কোনও অ্যাম্বুলেন্স যায় সেই আশায় বসে রয়েছেন। খবর পেয়ে সাংবাদিকরা সেখানে পৌঁছলে এই ব্যক্তি জানান, কৃষ্ণগিরি শহর কাছে হওয়া সত্ত্বেও কোনও অ্যাম্বুলেন্স তাঁর জোটেনি। আর কোনও বাস মৃতদেহ নিয়ে যাবেও না। ফলে অপেক্ষা করা ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই তার সামনে।

তাঁরা দু'জনেই বেঙ্গালুরুতে নির্মাণকর্মী। বৃহস্পতিবার বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা। বেঙ্গালুরু থেকে ওই দুই নির্মাণকর্মী চেপে বসেছিলেন রাজ্য সরকারের বেঙ্গালুরু থেকে তিরুভান্নামালাইগামী বাসে। কন্ডাক্টর ১৫০ টাকা করে ভাড়া নিয়েছিলেন। সঙ্গীর মৃত্যুর পর তাদের দিব্যি পথে নামিয়ে দিয়ে যান অথচ ভাড়ার একাংশ ফেরত দেওয়ার কথা তার মনে ছিল না। মৃতের সঙ্গী জানিয়েছেন, তিনি সেই টাকা ফেরত চাইলে কন্ডাক্টর তা দিতে অস্বীকার করে বাস নিয়ে পালায়।

এই ঘটনার পর সাংবাদিকরাই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। পুরো ঘটনাটির কথা জানতে পেরে বিস্মিত মানবাধিকার কমিশন। তারা সংশ্লিষ্টদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

TENDER NOTICE FOR STREETLIGHT ANNUAL MAINTENANCECONTRACT UNDER GRAM PANCHAYAT NEIL KENDRA
TENDER NO. 1-8/GPNK/SA/2017-18/ 395.........DATED ...05..... JAN 2018
Sealed Quotation are invited from Electrical contractors (Society / individuals) having a team comprising of at least one lineman / wireman and a helper, one of which should have a minimum qualification of ITI in Electrical (2 years) or a certificate of competency from any of the licensing board for Streetlight Annual Maintenance Contract (AMC) under Gram Panchayat Neil Kendra.
The Tender document for the aforesaid Tender can be obtained from the Office of Gram Panchayat Neil Kendra on all working days from 10.00 AM to 4.00 PM upto **30th Jan 2018** on payment of Rs 100/-.
The tender alongwith EMD of Rs. 5000.00 (Rupees five thousand only) complete in all respect should be placed in the tender box of Gram Panchayat Neil Kendra latest by 10.00 AM on **31th Jan 2018**.
Tenders thus received shall be opened on the same day i.e. on **31th Jan 2018 at 10.15 AM** in presences of the Tenderers and the Tender opening committee of Gram Panchayat Neil Kendra.
The Pradhan, Gram Panchayat Neil Kendra reserves the right to accept or reject any or all the Quotations without assigning any reasons thereof.
1245/18
Pradhan
Gram Panchayat Neil Kendra

পড়ুন আর্থিক লিপি

CD-I/17-18/58
F.No. 37-DB/TN/CDI/PB/17-18/30 dt.05.01.2018
TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Construction Division No.I, A.P.W.D., Port Blair on behalf of the President of India, invites separate sealed item rate tenders [in form C.P.W.D – 8] from the approved and eligible experienced contractors of appropriate class of A.P.W.D., for following works:-
1. NIT No. :-84/NIT/DB/CD-I/PB/17-18, Name of work: Providing PVC coated chain linked fencing around Radha Nagar Dome / Store at Havelock under CD-I ,A.P.W.D., Port Blair **Estimated Cost : ₹. 8,71,956/-Earnest Money : ₹.17,439/-** &**Time of completion :-03** [Three] Months **[unique No. 50309]**
2. NIT No. :- 85/NIT/DB/CD-I/PB/17-18, **Name of work:** Construction of shed for RO Plant and 02 Mtr dia RCC Ring well including laying of pipe line at Havelock Island under CD-I, A.P.W.D., Port Blair [MPLADS] **Estimated Cost : ₹.7,92,950/- Earnest Money : ₹. 15,859/-&Time of completion :-03** [Three] Months **[unique No. 50320]**
The tender forms and other details can be obtained from the O/o EE on payment of Rs. 500/-. The last date of receipt of application to purchase tender form will be 01/02/2018 upto 4:00 PM. Other details / information can be seen on website www.and.nic.in
Executive Engineer
Construction Division-I
A.P.W.D., Port Blair
1254/18

একাকিত্ব কাটাতে বিধবা মায়ের সঙ্গী খুঁজতে সাহায্য মেয়ের

জয়পুর, ১১ জানুয়ারি : ইতিহাসের চরিত্র পদ্মাবতীকে নিয়ে ছবি তৈরি করে দারুণ বিপাকে পড়তে হয়েছে বলিউডের এক পরিচালককে। ছবিটির নাম পরিবর্তন সহ বিপুল পরিমাণ পরিবর্তন করে ২৫ জানুয়ারি মুক্তির দিন স্থির হয়েছে। মূলত রাজস্থানের কার্নিসেনার চাপেই এই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছেন পরিচালক ও প্রযোজকরা।

সেই রাজস্থানেই বিধবা মায়ের একাকিত্ব কাটাতে এগিয়ে এলেন মেয়ে। অতীতেও বিভিন্ন ঘটনায় বার বার দেখা গেছে, ছেলেরা নয়, মেয়েরাই বাবা-মা'র সুরক্ষায় তৎপর হয়েছে। এবারও এক তরুণী তার বিধবা মাকে সমাজ ও পরিবারের সবরকম রক্তচক্ষু ও সমালোচনা উপেক্ষা করে ফের বিয়ে করতে সাহায্য করল।

২০১৬ সালের মে মাসে গীতা আগরওয়াল তাঁর স্কুলশিক্ষক স্বামীকে হারান। স্বামীকে হারানোর পর থেকেই গীতার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। গভীর হতাশায় ডুবে যান তিনি। ভুগতে থাকেন একাকিত্বে। মাসের পর মাস তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। মায়ের দিকে তাকাতে পারত না মেয়ে সংহিতা। এই সময় সংহিতা চাকরি পায় গুরুগ্রামে। মাকে জয়পুরের বাড়িতে একা রেখে চাকরি করার সিদ্ধান্ত নিলেও সে অনুতাপে ভুগতে থাকে। প্রতি সপ্তাহে সংহিতা গুরুগ্রাম থেকে বাড়ি আসত মাকে দেখতে। কিন্তু মায়ের একাকিত্ব সে দূর করতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত গত বছর আগস্ট মাসে সংহিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। পরিবারের কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই মায়ের সঙ্গী খোঁজার কাজ শুরু করে। একটি ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে মা'র প্রোফাইল দেয় সে এবং মায়ের মোবাইল নম্বরটিও দিয়ে দেয়। অল্পদিনের মধ্যেই গীতা আগরওয়াল বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন পেতে শুরু করেন। তখন তিনি মাকে প্রোফাইলের বিষয়টি জানান। পরিবার সমর্থন করবে না ভেবেই গীতা পিছিয়ে যান। কিন্তু পরিবারের সমর্থন না পেলেও সংহিতা মায়ের উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল।

শেষ পর্যন্ত গত বছর অক্টোবর মাসে বংশওয়াড়ার রেভিনিউ ইন্সপেক্টর কে জি গুপ্তার (৫৫) সঙ্গে গীতা আগরওয়ালের (৫৩) যোগাযোগ হয়। যোগাযোগ হয় সংহিতার সঙ্গেও। ২০১০ সালে ক্যান্সারে আক্রান্ত স্ত্রীকে হারিয়েছেন কে জি গুপ্তা। গুপ্তা জানান, স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনিও নিঃসঙ্গ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে গত ৭ বছর ধরে তিনি ব্যাডমিন্টন খেলায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। কিন্তু তাঁর এক সহকর্মী ফের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ম্যাট্রিমোনিয়াল সাইটে গুপ্তার প্রোফাইল খুলে দেন।

নভেম্বর মাসে গীতার একটি বড় ধরনের অপারেশন হয়। অপারেশনের কথা জানতে পেরে গুপ্তা জয়পুরে এসে তিন দিন থাকেন। সাহায্য করেন সংহিতাকে। এই ঘটনা নাড়া দেয় গীতাকে। তিনি ফের বিয়ে করতে রাজি হন। ডিসেম্বর মাসে চার হাত এক হয়েছে। এই বিয়েতে সবচেয়ে খুশি সংহিতা তার মায়ের মুখে ফের হাসি দেখতে পেয়ে।